দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

# গাইবান্ধার ২টি বিদ্যালয়ে ৬ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ, প্রতিকার মেলেনি

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গাইবান্ধা সদর থানার ২টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এখনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ দু'টি বিদ্যালয়ের নাম রেবেকা হাবিব উচ্চ বালিকা ও চাপাদহ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়। ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন ছাড়াই এ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে।

রেবেকা হাবিব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সূত্রে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ছাড়াই একজন করনিকের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাসের স্থলে এসএসসি পাস নিজ পুত্র গোলাম মওলাকে করনিক পদে নিয়োগ দেখিয়ে জুন '৯৪ থেকে অদ্যাবধি সরকারি কোষাগার থেকে ৭৫ হাজার টাকা, নিজ কন্যা জামিলা খাতুন ও নিজ শ্যালিকা রিতা বেগম ও রূপালী বেগম এসএসসি পাস হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৪-৯৫ সালে ৯ম ও ৭ম শ্রেণীর ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির ২ হাজার ৫শ' টাকা (যার হিসাব নং রূপালী ব্যাংক গাইবান্ধা শাখা ৫৪৩২, ৫৫৩৪ ও ৫৪৩৭), আবদুল কুদ্দুস নামের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিয়োগ দেখিয়ে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ১ লাখ ১৫ হাজার, ধলী বেগম নামের একজন মহিলাকে আয়া পদে ভুয়া নিয়োগ দেখিয়ে জুন '৯১ থেকে জুলাই '৯৮ পর্যন্ত ৪৫ হাজার ৫শ' টাকা, কৃষি শিক্ষিকা পদে নাজমুন নাহারকে যোগদানের এক মাস আগেই এমপিও ভুক্ত করে ১ মাসের বেতনভাতা উত্তোলন, বিদ্যালয় মেরামত খাতে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের ৪০ হাজার টাকা, বিদ্যালয়ের নিজস্ব ৪ বিঘা জমিতে উৎপাদিত ফসলের আয় প্রভৃতিসহ প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেন। ৩টি পৃথক তদন্ত রিপোর্টে এই আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হলেও তার কোন প্রতিকার মেলেনি।

অন্যদিকে চাপাদহ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই মিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে বিজ্ঞান ভবন মেরামত ও আসবাবপত্র তৈরির ৪৬ হাজার টাকা, রাষ্ট্রপতির অনুদান হিসেবে পাওয়া ১০ হাজার টাকা, অন্যান্য সরকারি অনুদানের ৩৪ হাজার টাকা, তিনজন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নামে ডোনেশনস্বরূপ প্রাপ্ত ৮৫ হাজার টাকা, নোটিশ দিয়ে উপবৃত্তির ছাত্রীদের কাছ থেকে উৎকোচ হিসেবে আদায়কৃত ২ হাজার ৭শ' টাকা, এসএসসি'র ফরম পূরণের নামে অতিরিক্ত ৬০ হাজার ৬শ' ২০ টাকা উত্তোলন, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির মজুত না থাকলেও এই খাতে ভুয়া খরচ দেখিয়ে ৭০ হাজার টাকা উত্তোলন, ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ৬ হাজার ৫শ' টাকা প্রভৃতিসহ তিন লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে একই বিদ্যালয়ের কর্মচারী আবু তৈয়ব মোঃ ইকবাল সম্প্রতি জেলা সমন্বিত ফৌজদারি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। এ মামলার তদন্তভার গাইবান্ধা সদর থানার উপর অর্পিত হয়েছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই এই সরকারি অর্থ উত্তোলন ও ভুয়া খরচের ভাউচার দেখিয়ে তা আত্মসাতের ঘটনা ঘটে। আর উপবৃত্তির ১শ' ৮০ জন ছাত্রীর মধ্যে ২৫ জন ভুয়া। এরা সবাই বিবাহিতা এবং স্বামীর সংসারে থাকলেও তাদের নামে ভুয়া একাউন্ট খুলে উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলন ও আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে। এই ভুয়া ছাত্রীদের মধ্যে ১০ম শ্রেণীতে তহমিনা, কামরুন্নাহার কাকলী, কোহিনুর, কোহিনূর বেগম, শিউলী, নুরজান, ৯ম শ্রেণীতে স্বপ্না, বেবী, লিপি ও আনোয়ারা, ৮ম শ্রেণীতে সাবিনা, আঞ্জুমান আরা, রেশমা, মাহমুদা ও ছালেমা এবং ৭ম শ্রেণীতে সেলিনা, জান্নাতি বেগম, রোজিনা, রুবিনা, মোমিনা ও রমিছা খাতুনের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা কেউ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে না।